দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 JAN 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 3

003

শিক্ষাঙ্গন

মাদ্রাসায় কারিগরী শিক্ষা

বেশ কিছুকাল হয় দেশের দাখিল মাদ্রাসাসমূহের ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত পরীক্ষায় সাধারণ গ্রুপে ৫৩ জন ও বিজ্ঞান গ্রুপে ৭৫ জন পাস করেছে। দেশের বিভিন্ন উপজেলায় ৮/১০টি করে দাখিল মাদ্রাসা রয়েছে। ওগুলো সরকার থেকে ৭০ ভাগ অনুদান পাচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে এ বর্ধিত অনুদান প্রবর্তিত হয়। উক্ত অনুদান আরও বৃদ্ধির সুপারিশ রয়েছে। দাখিল মাদ্রাসাগুলোকে উচ্চ বিদ্যালয়ের সমপর্যায়ের মান দেয়া হয়েছে। ফলে দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ কলেজে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে।

বর্তমান পরীক্ষার পাসের হার কম বলা চলে না। তবে দেখা যায় যে, কোন কোন অনুন্নত এলাকায় মাদ্রাসা থেকে ১ জন ছাত্রও পাস করতে পারেনি। এমনকি কোন কোন সেন্টারে ১ জন ছাত্রও বিজ্ঞান গ্রুপে উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

এ ফলাফলদৃষ্টে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অনুন্নত এলাকায় শিক্ষক স্বল্পতা ও যোগ্য শিক্ষকের অভাবে লেখাপড়া না হওয়ায় ছাত্ররা পাস করতে পারেনি। তাহলে, এসব মাদ্রাসার জন্য সরকারী টাকা ব্যয় করার সার্থকতা কি? আর নামকাওয়াস্তে এ সব বিদ্যালয় চালু রাখার প্রয়োজনই বা কি?

স্বাধীনতার পর আজ ১৬ বছর গত হতে চলেছে উপজেলা সফরসমূহে কোন কোন কলেজ ও সব কয়টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারী উদ্যোগে উপজেলার সদরের কোথাও একটি মাদ্রাসা সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি।

বলা বাহুল্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাঙ-এর ছাতার মত গড়ে উঠছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী প্রচেষ্টায়। কিন্তু মাদ্রাসাসমূহ অতীতের ন্যায় অবহেলিত রয়েছে। মাঝে-মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের সাহায্যে ২/১টি মাদ্রাসা চালু করা হলেও ওগুলো নানা সমস্যায় ভুগছে। দেশে আজও মাত্র ২টি সরকারী মাদ্রাসা রয়েছে।

দেশের ৮৫ ভাগ মুসলমান। কাজেই এ হিসেবে মাদ্রাসাগুলোকে সঠিকভাবে চালু করে যুগের চাহিদা মাফিক ওগুলোতে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত নয় কি? বর্তমানকালে সাধারণ শিক্ষার সাথে মিল রেখে মাদ্রাসাসমূহকে চালু করা হয়েছে বটে; কিন্তু এখনও ৯৫টি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান গ্রুপ নেই। দু'একটিতে চালু করা হলেও ফল শূন্যের কোঠায়। অথচ সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য লাখ লাখ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। বিজ্ঞান শিক্ষককে ট্রেনিং দিয়ে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন দেয়া হচ্ছে। কিন্তু মাদ্রাসাসমূহে এ ধরনের ব্যবস্থা আজও প্রবর্তিত হয়নি। এখনও বহু মাদ্রাসার প্রয়োজনীয় ঘর-দোর ও আসবাবপত্র নেই। জরাজীর্ণ অবস্থায় ওগুলো চলছে। তাই ছাত্র ও শিক্ষকদের ওগুলোর প্রতি আকর্ষণ নেই।

আমাদের মতে, পল্লী এলাকার সব ক'টি দাখিল মাদ্রাসাকে সরকারী করে প্রয়োজনীয় ঘর-দোর ও আসবাবপত্র প্রদান একান্ত প্রয়োজন। তাহলে, মুসলমান ছাত্রদের ওগুলোর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এবং যোগ্য শিক্ষককের পরিচালনায় ওগুলোতে শিক্ষার মান উন্নত হবে।

প্রতিটি উপজেলা সদরে আলীম ও ফাজিল এবং জেলা সদরে একটি পূর্ণাঙ্গ কামিল শ্রেণীর মাদ্রাসা সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠা একান্ত অপরিহার্য। তাহলে মুসলমান ছাত্ররা স্বভাবতই মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং দেশে ঘন ঘন উচ্চ ও মহাবিদ্যালয় সৃষ্টির চাপ হ্রাস পাবে। আমাদের মতে, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার কারিগরি ও যুগপযোগী শিক্ষা প্রবর্তন একান্ত অপরিহার্য। এ ব্যবস্থা ব্যতিরেক দেশকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা করা মোটেই সম্ভব নয়। কারণ এ যুগ সাধারণ শিক্ষার যুগ নয়, বিজ্ঞান ও কারিগরির যুগ। আমাদের উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, ওগুলোতে ৯৯ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়ে বেকার জীবনযাপন করে। আর তারা পরিবারের বোঝা হয়ে জীবন কাটায়।

মোটকথা, মাদ্রাসাগুলোকে পর্যায়ক্রমে সরকারী করে ওগুলোতে কারিগরি ও যুগ উপযোগী শিক্ষার প্রবর্তন করতে পারলেই মাদ্রাসা উত্তীর্ণ ছাত্ররা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে এবং শিক্ষা সমাপনান্তে সর্বস্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।

— আবু মোহাম্মদ আদীল

শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

শিক্ষাঙ্গনের রক্ষক হচ্ছেন শিক্ষক; তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্র সমাজ নতুন দিগন্তের দিকে পা বাড়াবে। আচার-আচরণ থেকে শুরু করে সকল প্রকার সমাজ হিতৈষীমূলক কাজে উৎসাহ যোগাবেন শিক্ষকগণ— এটাই স্বাভাবিক। অভিভাবকেরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু আজকাল শিক্ষাঙ্গনে এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে যারা সাহিত্যের শিক্ষক তাঁরা নির্দ্বিধায় মনে করেন এবং স্বীকার করেন শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সাহিত্যের পুঞ্জীভূত রস বিলিয়ে দেয়া তার অধিকার, তা যে কোন পথ অবলম্বন করেই হোক।

কিন্তু এই সূত্রে শিক্ষকদের ব্যক্তিত্বহীন আচরণে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকের ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করতে শেখে এবং প্রবীণ শিক্ষকদের সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এমনকি শিক্ষক স্টাফ রুমে তরুণ শিক্ষক এবং প্রবীণ শিক্ষকদের মধ্যে বচসা ও মতবিরোধের ফলে প্রবীণ ও তরুণ এ দু'ধরনের শিক্ষককে আলাদা রুমে বা একই রুমে বিভক্ত করে দেয়া হয়।

এসব কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এ নয় যে তরুণরা শিক্ষকতা পেশায় আসবেন না বা ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকবে না। যুগের পরিক্রমায় নতুনদের আসতে হবেই— তাই বলে শিক্ষকের আদর্শ সম্ভ্রম, ব্যক্তিত্ব ও নীতিকে বিসর্জন দিয়ে নিশ্চয়ই নয়।

শিক্ষকও একজন মানুষ এবং তাঁরও জীবন ও চাহিদা অবশ্যই থাকবে। অতএব শিক্ষকগণও সমাজের একজন সদস্য সুতরাং তাঁর ভূমিকা সমাজের নৈতিক উত্থান-পতনের কারণ হতে পারে।

—ইকবাল বাহার সিদ্দিকী পান্না